সেই অস্ত্র

আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

আহসান হাবীব ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও মাতা জমিলা খাতুন। পারিবারিকভাবে আহসান হাবীব সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহের মধ্যে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে বরিশাল বিএম কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৩৬ সনে তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে যান। এ-সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন-সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার শুরু। কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। দেশবিভাগের পর ১৯৫০-এর দিকে আহসান হাবীব ঢাকা চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ-সময় থেকেই তাঁর কাব্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও ভাবুক প্রকৃতির। নদী বিধৌত বৃহত্তর বরিশালের পল্লিপ্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো শৈশবেই। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করেছে। মেধার মনন ও আবেগকে শিল্পে রূপ দেয়ার অসাধারণ দক্ষতা ছিলো তাঁর। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আর্তমানবতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ-সন্ধান তাঁর কাব্যসাধনার প্রেরণা। বর্তমানের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক-সাংবাদিক মঈনুল আহসান সাবের আহসান হাবীবের বড় ছেলে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। আহসান হাবীব ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। **তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা:**

কাব্যগ্রন্থ : *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭), *ছায়া হরিণ* (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৭৪), *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬), *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০), *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫);

উপন্যাস : *আরণ্য নীলিমা* (১৯৬২), *রানী খালের সাঁকো* (১৯৬৫);

শিশুতোষ : *ছুটির দিন দুপুরে* (১৯৭৮), *বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর* (১৯৭৭)।

ভূমিকা

আহসান হাবীব রচিত 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। কবিতাটিতে কবি সহজ সরল ভাষায় তাঁর প্রত্যাশিত ভালোবাসা মানবসমাজে ফিরে পাওয়ার কামনা ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম। কবি বিশ্ববাসীকে হিংসা-বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

উদ্দেশ্য

আহসান হাবীবের 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- কবি 'ভালোবাসা' নামক অবিনাশী অস্ত্র মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রত্যাশী কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'ভালোবাসা'-কে কবি অবিনাশী অস্ত্র হিসেবে কেন আখ্যায়িত করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- একমাত্র 'ভালোবাসা' দিয়েই পৃথিবীর সকল প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, জাত্যাভিমান দূর করা সম্ভব– কবির এই ধারণা আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
মানব বসতির বুকে
মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত
লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত
আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী।
আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।
যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র– ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অমোঘ– অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যম্ভাবী। **জাত্যভিমান সমাবিষ্ট–** কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব। **ট্রয়নগরী–** প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত এক শহর। মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা আর দম্ভের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়। **মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে পঙ্গু-বিকৃত–** ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকণ্ঠা কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিচৈতন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। তাই আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা

প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী বহু মানুষের আর্তনাদ কবির এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে।**যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত–** কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। ভালোবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার অবসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না। **যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না–** কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন। কবি চান, মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়। **সমাবিষ্ট–** সমভাবে আবিষ্ট, সমাবেশ হয়েছে এমন, সমবেত হওয়া অর্থে।

সারসংক্ষেপ

কবি আহসান হাবীবের 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য চিরায়ত প্রার্থনাসংগীতের মতো। কবির একমাত্র প্রত্যাশা 'ভালোবাসা' নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া। ভালোবাসা মানুষকে যেমন সকল কাজে শক্তি জোগায়, তেমনি ভালোবাসা সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষার উপায় বলে দেয়। এ জন্য কবি বিশ্ববাসীর কাছে এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। হিংসা, লোভ পরিহার করতে পারলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে, পৃথিবী এগিয়ে যাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে। এ সবই সম্ভব হবে কেবল মানুষের কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবার মাধ্যমে। কবির প্রত্যাশা, বিশ্বময় ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ে মানবিকতার হৃতবোধ জাগ্রত করা। কবি জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকির ভয়াবহতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা আর দম্ভের বলি ট্রয় নগরীর ধ্বংসলীলা প্রভৃতি নৃশংসতার স্মৃতি তাড়িত হয়ে পৃথিবীবাসীর জন্য প্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত যে শহরটি–

ক. মিনার্ভা　　খ. এথেন্স
গ. ট্রয়　　ঘ. ব্যাবিলন

২. 'জাত্যভিমান' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–

ক. আভিজাত্য গর্ব　　খ. মানবীয়তা
গ. জিঘাংসা প্রবৃত্তি　　ঘ. ভালোবাসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবা দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দূর করেছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। মানবসেবার জন্য আজও তিনি পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে আছেন।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সেই অস্ত্র' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. যুদ্ধের উন্মাদনায়　　খ. অহংকারী মনোভাবে
গ. স্বদেশপ্রেমে　　ঘ. মানবপ্রেমে

৪. উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় মানুষের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে–

ক. বিদ্বেষ ও ঘৃণা　　খ. ভালোবাসা
গ. জাত্যভিমান　　ঘ. লোভ-লালসা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ　　খ. রাত্রিশেষ
গ. সারাদুপুর　　ঘ. ছায়াহরিণ

৬. 'অরণ্য হবে আরো সবুজ' বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–

ক. প্রকৃতির আরো স্বাভাবিকতা
খ. প্রকৃতির আরো নগ্নতা
গ. প্রকৃতির আরো উন্মুক্ততা
ঘ. প্রকৃতির আরো কোমলতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

হিংসা দ্বেষ রহিবে না কেহ কারে করিবে না ঘৃণা
পরস্পরে বাঁধি দিব প্রীতির বন্ধনে।

৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও 'সেই অস্ত্র' কবিতার মিল কোথায়?

ক. শান্তি প্রতিষ্ঠায়
খ. হিংসা ও বিদ্বেষে
গ. অস্ত্র প্রতিযোগিতায়
ঘ. যুদ্ধের সফলতায়

৮. উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতার উপজীব্য বিষয় হচ্ছে–

i. আশাবাদী চেতনা
ii. জাত্যভিমান
iii. শ্রেণিদ্বন্দ্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সভ্যতার সংকট কীভাবে যেন বার বার পৃথিবীতে ফিরে আসে। গেল বছর আফ্রিকার একটি দেশে এরূপ একটি সংকটে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গা একসময় গৃহযুদ্ধে রূপ নিলে সেখানে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সেখানে শান্তিমিশন পাঠালে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে। অনেকের ধারণা সেখানে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবীয় চেতনার অভাবে এ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়।

ক. অরণ্যকে আরও সবুজ করবে কে?
খ. 'বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী' –ব্যাখ্যা করুন।
গ. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় উদ্দীপকের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় ফুটে উঠেছে যুদ্ধবিরোধী চেতনা।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

অরণ্যকে আরও সবুজ করবে ভালবাসা।

খ.

ভালোবাসা নামক অস্ত্র উত্তোলিত হলে যুদ্ধের নির্মমতায় ট্রয় নগরী আর বিধ্বস্ত হবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ আর দম্ভের কারণে প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত শহর ট্রয় নগরী বারবার ধ্বংসের শিকার হয়েছে। পৃথিবীতে নেমে এসেছে অশান্তি। একমাত্র ভালোবাসার মাধ্যমেই সম্ভব ট্রয় নগরীকে রক্ষা করা। অন্যকথায়, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাই কবি আহসান হাবীব 'সেই অস্ত্র' কবিতায় পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অমোঘ অস্ত্র 'ভালোবাসা'র কথা বলেছেন। বস্তুত মানুষ ভালোবাসার সন্ধান পেলে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। আর এ কারণে ট্রয় নগরীও বার বার বিধ্বস্ত হবে না।

গ.

উদ্দীপকে আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গায় 'সেই অস্ত্র' কবিতার আত্ম-অহমিকার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ভালোবাসা কেবল আবেগ বা অনুভূতির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে না। এটি মানুষকে সকল অন্যায় ও অপকর্ম থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। মানুষ যদি হিংসা, লোভ, ঈর্ষা থেকে বিরত হয়ে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করে তবে পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি এবং সমৃদ্ধি। আর তা করা সম্ভব একমাত্র ভালোবাসা নামক অস্ত্র দিয়ে।কবি আহসান হাবীব

'সেই অস্ত্র' কবিতায় মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে ভালোবাসা নামের অমোঘ অস্ত্র উত্তোলিত হলে তা মানববিধ্বংসী অন্য সকল মারণাস্ত্রকে পরাস্ত করবে। ফলে পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসবে। ভালোবাসার অভাবে মানুষের মধ্যে মানবিকতা লোপ পায় যার পরিণতিতে সে যুদ্ধের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে। তাই কবি মানুষকে ভালোবাসার সংস্পর্শে এনে মানুষকে সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। কবি জানেন মানুষ হিংসা আর স্বার্থপরতার করালগ্রাসে নিপতিত হয়ে অনেক মানবিকতাশূন্য কাজ করে। কবি মানুষের সেই মানবিকতাবোধকে মানবসমাজে ফিরিয়ে দিতে চান। অন্যদিকে উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গা গৃহযুদ্ধে রূপ নিলে সেখানে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অনেকের ধারণা সেখানে আর্থ-সামাজিক অন্য কারণ থাকলেও পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের অভাবে এ ধরণের ঘটনা ঘটে। আফ্রিকার এ ঘটনাটিই 'সেই অস্ত্র' কবিতায় উপজীব্য হয়েছে। বস্তুত 'সেই অস্ত্র' কবিতায় জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ তথা জাত্যভিমান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা উদ্দীপকেও চিত্রিত হয়েছে।

ঘ.

"উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

কবি আহসান হাবীব ভালোবাসার শক্তিতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কেননা হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে পৃথিবীতে মানুষ দিন দিন আরও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। মানবীয় মূল্যবোধের অভাবে মানুষ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর অশুভ শক্তিগুলো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করছে। এজন্য কবি ভালোবাসার মতো অমোঘ অস্ত্রের প্রত্যাশী হয়েছেন।

'সেই অস্ত্র' কবিতার কবি পৃথিবীতে ভালোবাসা নামের অমোঘ অস্ত্র পুনরায় মানবসমাজে ফিরে পেতে চেয়েছেন। ভালোবাসার সংস্পর্শে আসতে না পারার কারণেই পৃথিবীতে এত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। মানুষ ভালোবাসার স্পর্শ পায় না বলেই মানুষকে শত্রু ভাবছে। প্রসিদ্ধ ট্রয় নগরী যুদ্ধের শিকার হয়েছে বার বার। উদ্দীপকেও দেখা যায় আফ্রিকার একটি দেশে জাতিগত দাঙ্গা গৃহযুদ্ধে রূপ নিয়েছে। যুদ্ধের কারণে সেখানে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। অনেকে মনে করছেন, সেখানে আর্থ-সামাজিক কারণের বাইরে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ তথা ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের অভাবে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

'সেই অস্ত্র' কবিতায় মানুষে মানুষে যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তা গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য ও মানবতাবোধ যা উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। ভালোবাসার অভাবেই হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। একসময় তা উদ্দীপকের মতো মানুষের জাত্যভিমানের কারণে জাতিগত দাঙ্গার সৃষ্টি করে। কিন্তু উদ্দীপকের ও 'সেই অস্ত্র' কবিতার কবি চূড়ান্ত বিচারে শান্তির প্রত্যাশী। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

জল্লাদের শাণিত অস্ত্র
সভ্যতার নির্মল পুষ্পকে আহত করার পূর্বে
সঙ্গীত ও চিত্রকলাকে ধ্বংস করার পূর্বে
ছাড়পত্রহীন সূর্যকিরণকে বিষাক্ত করার পূর্বে
এসো, বারবারা, বজ্র হয়ে বিদ্ধ করি তাকে।

ক. ট্রয় নগরী কোথায়?

খ. 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু- বিকৃত' –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের ধ্বংসের চিত্রটি 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কবির হৃদয়ের প্রত্যাশা প্রশান্তি ।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. ক